STUDY MATERIAL FOR SEM - 6 SANSKRIT HONS STUDENTS

TEACHERS`NAME- ARPITA PRAMANIK

DEPARTMENT OF SANSKRIT

K.C.COLLEGE, HETAMPUR, BIRBHUM

DATE-7-4-2020

TOPIC KARMAPRABACANIYA (KARAK)

কর্মপ্রবচনীয়

***** পাণিনির সূত্রে ''কর্মপ্রবচনীয়াঃ'' এটি একটি অধিকার সূত্র। ''প্রাগ্রীশ্বরান্নিপাতাঃ'' এই নিপাতে অধিকার পর্যন্ত অর্থাৎ ''অধিরীশ্বরে'' সূত্রের অধি পর্যন্ত কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা চলবে। কর্মপ্রবচনীয় আকৃতিতে নিপাত হলেও প্রকৃতিতে পৃথক। কর্মপ্রবচনীয় এটি একটি মহাসংজ্ঞা। এই মহাসংজ্ঞাকরণের উদ্দশ্য হল-সার্থকসংজ্ঞাকরণ বা অন্বর্থসংজ্ঞাকরণ।

এই সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে যে অর্থ পাওয়া যাবে, তার সঙ্গে এর ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের মিল আছে। কর্ম প্রোক্তবন্তঃ=কর্মপ্রবচনীয়। কর্ম=ক্রিয়া। প্রবচনীয়-প্র-বচ্+অনীয়র্। সুতরাং কর্মপ্রবচনীয় শব্দের অর্থ দাঁড়ায়-যারা পূর্বে কোনো ক্রিয়ার দ্যোতনা করত। কিন্তু সম্প্রতি কোনো ক্রিয়ার দ্যোতনা করে না। তারাই কর্মপ্রবচনীয়।
ভতৃহরি তাঁর বাক্যপদীয় গ্রন্থে বলেছেন-

''ক্রিয়ায়া দ্যোতকো নায়ং সম্বন্ধস্য ন বাচকঃ।
নাপি ক্রিয়াপদাক্ষেপী সম্বন্ধস্য তু ভেদকঃ।।''

ক্রিয়ার দ্যোতক নয়, সম্বন্ধের বাচক নয়, এবং কোনো ক্রিয়াপদকে আক্ষিপ্ত করে না, অর্থাৎ টেনে আনে না, সম্বন্ধের ভেদক মাত্র অর্থাৎ সম্বন্ধকে বিশেষিত করে।

কর্মপ্রবচনীয় সাধারণতঃ বিভক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সাধারণতঃ ''কর্মপ্রবচনীয়যুক্তে দ্বিতীয়া'' সূত্রানুসারে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা-'জপমনু প্রাবর্ষৎ' উদাহরণে 'জপ' বর্ষণের হেতু এবং তাতে 'অনু' যোগে দ্বিতীয়া হয়েছে। তবে বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে পঞ্চমী কিংবা সপ্তমীও হয়ে থাকে।

**** এখন কোন কোন অর্থে দ্যোতনা করলে কারা কারা কর্মপ্রবচনীয় হয় তার পরিচয় দেওয়া হল-------

১। অনু

ক) **লক্ষণ অর্থে**-''অনুর্লক্ষণে'' সূত্রানুসারে লক্ষণ অর্থে অনু কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা হয়।

''লক্ষণে দ্যোত্যে অনুরুক্তসংজ্ঞঃ স্যাৎ।'' 'লক্ষণ' বলতে এখানে কার্য-কারণ সপমক্র বা হেতুত্বকে বোঝানো হয়েছে। যথা-জপম্ অনু প্রাবর্ষৎ। জপম্ অনিনিশম্য মেঘঃ প্রাবর্ষৎ-এইরকম বাক্য ছিল। 'নিশম্য'কে বাদ দিয়ে 'অনু' জপ শ্রবণের পরেই যে মেঘ বর্ষণ করেছিল অর্থাৎ এ দুয়ের মধ্যে হেতু-হেতুমদ্ভাব আছে, তা বুঝিয়ে দিল। তাই অনু কর্মপ্রবচনীয়। অতঃপর ''কর্মা[প্রবচনীয়যুক্তে দ্বিতীয়া'' সূত্রানুসারে দ্বিতীয়া।

খ) সহার্থে- ''তৃতীয়ার্থে'' সূত্রানুসারে সহার্থে 'অনু' কর্মপ্রবচনীয় হয়। আচার্য ভট্টোজী দীক্ষিত তাঁর বৃত্তিতে বলেছেন--''অস্মিন্ দ্যোত্যে অনুরুক্তসংজনঃ স্যাৎ।'' যথা- নদীম্ অনু অবসিতা সেনা। নদীর সক্ষগে সংবদ্ধ এই অর্থ।

গ) হীনার্থে- ''হীনে'' সূত্রানুসারে হীনার্থে 'অনু' কর্মপ্রবচনীয় হয়। আচার্য ভট্টোজী দীক্ষিত তাঁর বৃত্তিতে বলেছেন--''হীনে দ্যোত্যে অনুঃ প্রাগ্বৎ'' যথা- অনু হরিং সুরা। উল্লেখ্য যে, হীনার্থক অনুযোগে যে উৎকৃষ্ট তার দ্বিতীয়া হয়।

ঘ) ইত্থম্ভূতাখ্যান, ভাগ ও বীপ্সার্থে-- ''লক্ষণেত্থংভূতাখ্যানভাগবীপ্সাসু প্রতিপর্যনবঃ'' সূত্রানুসারে ইত্থম্ভূতাখ্যান, ভাগ ও বীপ্সার্থে অনু কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা হয়। উদাহরণ যথাক্রমে- বিষ্ণুং অনু ভক্তঃ। হরিং অনু লক্ষীঃ। বৃক্ষং বৃক্ষং অনুসিঞ্চতি।

২। উপ-

ক) অধিকার্থে ও হীনার্থে-''উপোঽধিকে চ'' সূত্রানুসারে অধিক অর্থাৎ উৎকৃষ্ট এবং হীন অর্থাৎ নিকৃষ্ট অর্থ দ্যোতনা করলে 'উপ' অব্যয়টি কর্মপ্রবচনীয় হয়। আচার্য ভট্টোজী দীক্ষিত তাঁর বৃত্তিতে বলেছেন--''অধিকে হীনে চ দ্যোত্যে উপ ইত্যব্যয়ং প্রাক্সংজ্ঞং স্যাৎ।'' যথা- উপ হরিং সুরাঃ। এটি হীনার্থের উদাহরণ। আধিক্যার্থে সপ্তমী হয়। যথা- উপ পরার্ধে হরেঃ গুণাঃ।

৩। অভি-

ক) লক্ষণ, ইত্থম্ভূতাখ্যান ও বীপ্সা অর্থে- ভাগ ছাড়া লক্ষণ, ইত্থম্ভূতাখ্যান ও বীপ্সা অর্থে অভি কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। আচার্য ভট্টোজী দীক্ষিত তাঁর বৃত্তিতে বলেছেন--''ভাগবর্জে লক্ষণাদৌ অভিরুক্তসংজ্ঞঃ স্যাৎ।'' 'ভাগ অর্থ বাদে' (সূত্রস্থ অভাগে) এর অথ্র হল-এই সূত্রের অব্যবহিত পূর্ব ''লক্ষণেত্থংভূতাখ্যানভাগবীপ্সাসু প্রতিপর্যনবঃ'' সূত্র উল্লিখিত লক্ষণ, ইত্থম্ভূতাখ্যান, ভাগ ও বীপ্সা-এই চারপ্রকার অর্থে মধ্যে ভাগ অর্থ বাদে। লক্ষণে- বৃক্ষম্ অভি বিদ্যোততে বিদ্যুৎ। ইত্থম্ভূতাখ্যান- হরিম্ অভি ভক্তঃ। বীপ্সা- বৃক্ষম্ বৃক্ষম্ অভিসিঞ্চতি।

সূত্র অভাগে এরকম বলা হল কেন ?--অভাগে কিম্ ? যদত্র মমাভিষ্যাৎ তদ্দীয়তাম্। এর উত্তরে ভট্টোজী দীক্ষিত বলেছেন- ভাগ অর্থ হলে হবে না। উদাহরণ-যদত্র মমাভিষ্যাৎ তদ্দীয়তাম্(এখানে আমার যে ভাগ আছে তা দাও)। এখানে ভাগ অর্থে অভি প্রযুক্ত হয়েছে। তাই কর্মপ্রবচনীয় হয়নি।

৪। প্রতি-

ক) লক্ষণ, ইত্থম্ভূতাখ্যান, ভাগ ও বীপ্সার্থে- ''লক্ষণেত্থংভূতাখ্যানভাগবীপ্সাসু প্রতিপর্যনবঃ'' সূত্রানুসারে লক্ষণ, ইত্থম্ভূতাখ্যান, ভাগ ও বীপ্সার্থে প্রতি কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা হয়--''এষু অর্থেষু বিষয়ভূতেষু প্রত্যাদয়ঃ উক্তসংজ্ঞাঃ স্যাৎ।'' উদাহরণ যথাক্রমে-বৃক্ষং প্রতি বিদ্যোততে বিদ্যুৎ। বিষ্ণুং প্রতি ভক্তঃ। হরিং প্রতি লক্ষীঃ। বৃক্ষং বৃক্ষং প্রতিসিঞ্চতি।

৫। পরি-

ক)লক্ষণ, ইত্থম্ভূতাখ্যান, ভাগ ও বীপ্সার্থে-''লক্ষণেত্থংভূতাখ্যানভাগবীপ্সাসু প্রতিপর্যনবঃ'' সূত্রানুসারে লক্ষণ, ইত্থম্ভূতাখ্যান, ভাগ ও বীপ্সার্থে পরি কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা হয়--''এষু অর্থেষু বিষয়ভূতেষু প্রত্যাদয়ঃ উক্তসংজ্ঞাঃ স্যাৎ।'' উদাহরণ যথাক্রমে-বৃক্ষং পরি বিদ্যোততে বিদ্যুৎ। বিষ্ণুং পরি ভক্তঃ। হরিং পরি লক্ষীঃ। বৃক্ষং বৃক্ষং পরিসিঞ্চতি।

খ)নিরর্থকে- ''অধিপরী অনর্থকৌ'' সূত্রানুসারে নিরর্থক পরি কর্মপ্রবচনীয় হয়- ''উক্তসংজ্ঞৌ স্তঃ''। যথা- কুতঃ পর্যাগচ্ছতি ? এই উদাহরণে পরি কর্মপ্রবচনীয় হতে গেলে যে সম্বন্ধবিশেষের দ্যোতনা করতে হয় তা না করেই অর্থাৎ নিরর্থক হওয়া সত্ত্বেও কর্মপ্রবচনীয় হয়েছে।

৬। অধি-

ক) নিরর্থকে- ''অধিপরী অনর্থকৌ'' সূত্রানুসারে নিরর্থক অধি কর্মপ্রবচনীয় হয়- ''উক্তসংজ্ঞৌ

স্তঃ''। যথা- কুতঃ অধ্যাগচ্ছতি ? এই উদাহরণে অধি কর্মপ্রবচনীয় হতে গেলে যে সম্বন্ধবিশেষের দ্যোতনা করতে হয় তা না করেই অর্থাৎ নিরর্থক হওয়া সত্ত্বেও কর্মপ্রবচনীয় হয়েছে।

৭। সু-

প্রশংসার্থে- প্রশংসা বোঝালে সু কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা হয়। সূত্র-''সুঃ পূজায়াম্।'' উদাহরণ-সুসিক্তম্, সুস্তুতম্, ভাববাচ্যে ক্ত। সুতরাং অর্থ হবে-সেচন ও স্তব। প্রশ্ন হল-প্রশংসা অর্থে বলা হল কেন?--''পূজায়াং কিম্ ?'' উত্তর-প্রশংসা না বোঝালে কর্মপ্রবচনীয় হবে না। উপসর্গই হবে। ''সুষিক্তং কিং তবাত্র।'' এখানে সেচনের নিন্দা বোঝানো হয়েছে। তাই সু উপসর্গ।

৮। অতি-

ক) প্রশংসা ও অতিক্রমার্থে- প্রশংসা ও অতিক্রম বোঝালে অতি কর্মপ্রবচনীয় হয়---''অতিক্রমণে পূজায়াঞ্চ অতিঃ কর্মপ্রবচনীয়সংজ্ঞঃ স্যাৎ।'' উদাহরণ-প্রশংসার্থে-অতি সিক্তম্। ভালোভাবে জল সেচন। অতিক্রমার্থে হলে অর্থ হবে--বেশী জল সেচন, অতিরিক্ত জল সেচন। প্রশংসার অন্য উদাহরণ- আতি দেবান্ কৃষ্ণঃ।

৯। অপি--

ক) পদার্থে, সম্ভাবনার্থে, অন্ববসর্গে, গর্হার্থে, সমুচ্চয়ার্থে--অপ্রযুক্ত পদার্থে, সম্ভাবনার্থে, অন্ববসর্গে বা স্বেচ্ছাচারানুমতি, গর্হার্থে বা নিন্দার্থে, সমুচ্চয়ার্থে অপি কর্মপ্রবচনীয় হয়---''এষু দ্যোত্যেষু অপিরুক্তসংজ্ঞঃ স্যাৎ।'' পদার্থে- সর্পিষঃ অপি স্যাৎ। এই বাক্যের অর্থ হল- ঘিয়ের ছিটেফোঁটা থাকতে পারে। অপি এই স্বল্পত্বের জ্ঞান জন্মিয়ে দিয়েছে। সম্ভাবনা- অপি স্তুয়াৎ বিষ্ণুম্। অবাঙ্মনস্গোচর বিষ্ণুর স্তুতি কে আর করতে পারে ? অসম্ভব হওয়া সত্ত্বেও বাড়য়ে বলা হয়েছে-'পারতে পারে'। তাই অপি কর্মপ্রবচনীয়। অন্ববসর্গে-- অপি স্তুহি। স্তুতি করতেও পারো, ইচ্ছা না হলে নাও করতে পারো। গর্হার্থে- ধিক্ দেবদত্তম্, অপি স্তুয়াৎ বৃষলম্। সে বৃষলের(শূদ্রের) স্তুতি করছে। অপি দেবদত্তের নীচতার নিন্দা দ্যোতনা করছে। সমুচ্চয়ে- অপি সিঞ্চ, অপি স্তুহি। এখানে দুটি ক্রিয়ার সমুচ্চয় দ্যোতিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, কর্মপ্রবচনীয় যোগে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পঞ্চমী ও সপ্তমীও হয়। প্রাসঙ্গিক সূত্র-পঞ্চমী ''পঞ্চম্যপাঙ্ পরিভিঃ'' ও সপ্তমী-''যস্মাদধিকবচনং যস্য চেশ্বরবচনং তত্র সপ্তমী।'' যথাক্রমে উদাহরণ- আ মুক্তেঃ সংসারঃ। হরিঃ সুরেষু অধি।

.....